পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

একমাত্র, শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র কোরআন ছাড়া আর অন্য কোন কেতাব ধর্মীয় আইন হিসাবে মানা যাবে না

ডঃ মোঃ আনিসুর রহমান (Double MSc, First class first, PhD)

বাংলাদেশ প্রগতিশীল মুসলিম সংস্থা এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। এই আর্টিকেলের কোন copyright নেই। যে কেউ এটিকে ছাপিয়ে বা ফটোকপি করে প্রচার করে দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ কল্যান হাসিল করতে পারেন।

আমাদের আর্দশ, ‘‘আমরা সুন্নী নই, শিয়া নই, হানাফী নই, শাফেয়ী নই, মালেকী নই, হাম্বলী নই, মওদুদীবাদী নই, নই আহলে হাদিস........, আমরা মুসলমান (শুধুমাত্র এক মহান আল্লাহর কাছে সম্পূন আত্মর্সমপনকারী))।

This booklet is published on behalf of the “Progressive Muslim Organization of Bangladesh”

১. “(৪৫ সূরা জাসিয়া ৬) এগুলো আল্লাহ্র আয়াত, যা আমি আপনার কাছে আবৃত্তি করি যথাযথরূপে। অতএব, আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতের পর তারা আর কোন হাদিসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।”

অর্থাৎ মহান আল্লাহর বানী ছাড়া আর অন্য যে কোন হাদিস(যেমন নবী মুহাম্মদ বা ইবরাহীম বা ইমাম হানিফা বা জনাব মওদুদী বা খাজা বাবার হাদিস) মান্য/বিশ্বাস করা যাবে না।

২. নবী মুহাম্মদের না ছিল পবিত্র কোরআনের বিন্দুমাত্র রদবদল করার ক্ষমতা না ছিল পবিত্র কোরআন ছাড়া অন্য কিছু মানার বিন্দুমাত্র অধিকার।

“(১০ সূরা ইউনুস ১৫-১৭) আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকৃষ্ট আয়াত সমূহ (কোরআন থেকে) পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত লোক বলে, যাদের আশা নেই আমার সাক্ষাতের, নিয়ে এসো কোন কোরআন এটি ছাড়া, অথবা একে পরিবর্তিত করে দাও। তাহলে বলে দাও, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয়। আমি সে নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে। আমি যদি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নাফরমানী করি, তবে কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি। বলে দাও, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা তিনি তোমাদেরেকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। কারণ আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না? অতঃপর তার চেয়ে বড় জালেম, কে হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করছে? কস্মিনকালেও পাপীদের কোন কল্যাণ হয় না।”

৩. নবী মুহাম্মদ যদি পবিত্র কোরআন ছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে আর অন্য কিছু শিক্ষা দিতেন তবে মহান আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দিতেন।

“(৬৯ সূরা হাক্কাহ ৪৩-৪৭) এটা (কোরআন) মহাবিশ্বের পালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। সে (মুহাম্মদ) যদি আমার নামে অন্য কোন কথা শিক্ষা দিত, তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না।”

৪. নবী মুহাম্মদ কোরআনের শিক্ষক নন। পবিত্র কোরআনের শুধুমাত্র একজন শিক্ষক আর তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ ।

”(৫৫ সূরা রাহমান ১-৩) করুনাময় আল্লাহ্। কোরআনের শিক্ষক, সৃষ্টি করেছেন মানুষ।”

৫. পবিত্র কোরআন কোন সংক্ষিপ্ত বা সারাংশ কেতাব নয় (যেটা অজ্ঞ লোকেরা বলে বেড়ায়) যা নাকি বোঝা বা ব্যাখ্যার জন্য অন্য কেতাব(যেমন হাদিস ইত্যাদির) দরকার। পবিত্র কোরআনকে সংক্ষিপ্ত কেতাব বলা মহা অপরাধ, গুরুত্বর পাপ। স্বয়ং মহান আল্লাহর দাবী পবিত্র কোরআন সুবিস্তারিত এবং সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকেও পূর্ণাঙ্গ এবং মহান আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্য বলছেন, বল ” তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে আইনের উৎস হিসাবে অনুসন্ধান করব” র্অথাৎ পবিত্র কোরআন (শুধুমাত্র আল্লাহর বানী) ছাড়া অন্য কোন কেতাব মানা যাবে না ।

“(৬ সূরা আন-আম ১১৪-১১৫) তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কাউকে আইনের উৎস হিসাবে অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি র্পুনবিস্তারিত এই গ্রন্থ (কোরআন) অবতীর্ন করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ন হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনার প্রতিপালকের বাক্য সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ । তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।”

”(১২ সূরা ইউসূফ ১১০-১১১) এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা(কোরআন) কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বেকার কিতাবের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ, রহমত ও হেদায়েত।”

”(১৬ সূরা নাহল ৮৯) (হে মুহাম্মদ ! এই লোকদেরকে সেই দিন সর্ম্পকে সর্তক কর) যে দিন আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে স্বয়ং তাদের মধ্যে হতেই একজন সাক্ষী দাড় করাব, যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে । উপরন্ত এই লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য আমরা তোমাকে উপস্থিত করব । আর আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রতিটি বিষয়ের সুস্পস্ট র্বননা দানকারী এবং হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সেই সব লোকের জন্য যারা মস্তক অবনত করেছে ।”

মহান আল্লাহ বলছেন, ”কোরআনে প্রত্যেক বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ” অর্থাৎ অজ্ঞ লোকেরা যে বলে বেড়ায় ”তাহলে নামাজের সুস্পস্ট ও বিস্তারিত বিবরন কোরআনের কোথায়?” তা শুধুমাত্র ডাহা মিথ্যা কথাই না বরং তা মহান আল্লাহর দাবীর প্রতি সরাসরী চ্যালেঞ্জ ঘোষনার সামিল। মহান আল্লাহ নামাজের (সালাতের) যে বিস্তারিত বিবরন তাঁর বিস্তারিত কিতাব কোরআনে পেশ করেছেন তার বাইরে এরা যা অনুসরন করে তা কি তাদের দেবতাদের সৃষ্ট আইন? মহান আল্লাহ যেখানে বলছেন তিনিই একমাত্র হুকুমদাতা, আইনদাতা সেখানে এদের হুকুমদাতা, আইনদাতা হল, নবী মুহাম্মদ (তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে), সাহাবী, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তথাকথিত বুর্জুগ, পীর, খাজাবাবা, মাজহাবের ইমামগন ইত্যাদি।

অবশ্য বহু লোক না জেনে না বুঝে , নবী মুহাম্মদ (তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে), সাহাবী, তথাকথিত বুর্জুগ, পীর, ইমামগকে তাদের খোদা ও দেবতা (হুকুমদাতা, আইনদাতা) বানিয়ে নিয়েছে যা সুস্পস্ট শিরক এবং অমার্জনীয় গোনাহ। শিরক ও কুফর অবস্থায় মৃত্যু হলে অনন্তকালের নিশ্চিত জাহান্নাম। মহান আল্লাহ এ সমস্ত অবুঝদের হেদায়াত নসীব করুন।

৬. পবিত্র কোরআন, সুস্পস্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ন যা সঠিক ও সত্য পথ প্রর্দশন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিস্কাররুপে তুলে ধরে র্অথাৎ পবিত্র কোরআন অস্পস্ট বা অসর্ম্পুন কেতাব নয় যে তার আদেশ-নিষেধ বোঝা বা ব্যাখ্যার জন্য অন্য কেতাব দরকার।

"(২ সূরা বাকারা ১৮৫) রমজানের মাস, এতেই কোরআন মজীদ নাযিল হয়েছে, যা গোটা মানবজাতির জন্য জীবন জাপনের বিধান আর ইহা এমন সুস্পস্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ন যা সঠিক ও সত্য পথ প্রর্দশন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিস্কাররুপে তুলে ধরে ।"

৭. মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মদকে স্পষ্ট হুকুম দিয়েছেন যেন তিনি লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়াদির ফয়সালা পবিত্র কোরআন দিয়ে করেন অর্থাৎ নবী মুহাম্মদের নিজস্ব কোন আইন তৈরি করার ক্ষমতা ছিল না।

"(৫ সূরা মায়িদা ৪৮) হে মুহাম্মদ ! আমরা তোমাদের প্রতি এই কিতাব (কোরআন) নাযিল করেছি, ইহা সত্য বিধান নিয়েই অবতীর্ন এবং উহার পূর্ববতী আল-কিতাব এর যা কিছু র্বতমান আছে উহার সত্যতা প্রমানকারী উহার হিফাযতকারী ও সংরক্ষক । অতএব আল্লাহর নাযিল করা আইন মুতাবিক লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়াদির ফয়সালা কর আর যে মহান সত্য তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছে তা হতে বিরত থেকে তাদের কামনা-বাসনার অনুসরন করো না । "

মহান আল্লাহ যা হালাল করেছেন তার একটি মাত্র জিনিস সাময়িকভাবে শুধুমাত্র নিজের জন্য হারাম করার কারনেও মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মদকেও ধমক দিতে র্কাপন্য করেননি অর্থাৎ নবী মুহাম্মদের নিজস্ব কোন আইন তৈরি করার ক্ষমতা ছিল না।

"(৬৬ সূরা তাহরীম ১) হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।"

"(৫ সূরা মায়িদা ৪৯) সুতরাং হে মুহাম্মদ ! তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইন(কোরআন) মুতাবিক এই লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা কর এবং তাদের নাফসানী খাহেশানের অনুসরন করো না । সাবধান থাক, তারা যেন তোমাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করে আল্লাহর নাযিল করা হেদায়েত হতে (কোরআন হতে) এক বিন্দু পরিমান বিভ্রান্ত করতে না পারে ।"

৮. পবিত্র কোরআন ও ওহী দৃড়ভাবে সংযুক্ত অর্থাৎ পবিত্র কোরআন ছাড়া নবী মুহাম্মদের প্রতি আর অন্য কোন ওহী নাজিল হত না। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন ছাড়া নবী মুহাম্মদ অন্য কিছু অনুসরন করতেন না ।

"(১০ সূরা ইউনুস ১৫) আমাদের স্পস্ট কথাগুলি যখন তাদেরকে শুনানো হয় তখন সেই লোকেরা- যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষন করে না- বলে যে, ''এর পরির্বতে অপর কোন কুরআন নিয়ে আস কিংবা এতেই কোনরুপ পরির্বতন সুচিত কর । হে মুহাম্মদ ! তাদেরকে বল, আমার এই কাজই নয় যে, আমার নিজের তরফ হতে এতে কোনরুপ রদবদল করে নিব । আমি তো শুধু সেই ওহীরই অনুসারী, যা আমার নিকট পাঠানো হয় । আমি যদি আমার আল্লাহর নাফরমানী করি, তা হলে আমার এক অতি বড় বিভীষিকাময় দিনের ভয় আছে।"

৯. হেদায়েত গ্রহনের জন্য পবিত্র কোরআন খুবই সহজ, এতে কোনই বক্রতা নেই।

"(৫৪ সূরা ক্বামার ১৭) আমরা এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহনের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি । ইহা হতে উপদেশ গ্রহনে প্রস্তত কেহ আছে কি ?"

"(৩৯ সূরা যুমার ২৭-২৮) আমরা এই কোরআনের মধ্যে লোকদের জন্য নানা রকম ও প্রকারের দৃস্টান্ত ও উপমা পেশ করেছি যেন এরা সচেতন হয়। ইহা আরবী ভাষায় অবতীন কুরআন, যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই (সহজ সরলভাবে বোঝা যায়, কোন জটিলতা ও দুবোধ্যতা নেই), যেন এরা খারাপ পরিনাম হতে বাঁচতে পারে ।"

১০. "(৩ সূরা ইমরান ৩১-৩২) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বলুন, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।"

"(২৪ সূরা নূর ৫৬) নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।"

"(৩৩ সূরা আহযাব ২১) যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ।"

হ্যাঁ, পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গাতেই বলা হচ্ছে "রসূলের আনুগত্য কর" কিন্তু পবিত্র কোরআনে কোথাও বলা হয়নি "মুহাম্মদের আনুগত্য কর"। কারন খুবই পরিস্কার, মুহাম্মদ ছিলেন আমাদেরই মত একজন মানুষ, তার প্রতি যে ওহী (কোরআন) নাজিল হয়েছে সে কোরআন ছাড়া[কোরআন + মুহাম্মদ = রাসুল] মুহাম্মদ শুধুমাত্র একজন ভাল মানুষ। তিনি ভুল করেন(মানুষ হিসাবে) আবার মহান আল্লাহর ওহী (কোরআন) পেয়ে নিজেকে শোধরান। সুতরাং আমরাও যদি পবিত্র কোরআনের আদেশ-নিষেধ-উপদেশ মেনে চলি তাহলে রসূলুল্লাহর উত্তম আদর্শ অনুসরন করা হবে। মানুষ মুহাম্মদ ১৪০০ বৎসর পূর্বে মারা গেছেন কিন্তু পবিত্র কোরআন হল জীবন্ত রাসূল।

১১. শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ নিজেই বলেছিলেন একমাত্র কোরআন ছাড়া তাঁর অন্য কোন বানী যেন লেখা না হয়। যারা হাদিস!! হাদিস!! বলে সকাল-বিকাল চিৎকার করে তারা কেন এই সহিহ্ হাদিস মানে না!?

তারা আবার এক উদ্ভট যুক্তি দেখায় যে, আসলে নবী মুহাম্মদ এই নির্দেশ একারনে দিয়েছিলেন যাতে কোরআন ও হাদিস একসাথে মিশে না যায়।

"আবু সাইয়িদ আল খুদরি থেকে বর্নিত যে, রাসুল সাঃ বলেছেন, আমার কাছ থেকে কোরআন ছাড়া অন্য কোন কিছু লিখবে না। যদি আমার কাছ থেকে কেও কোরআন ছাড়া অন্য কোন কিছু লিখে থাক তাহলে তা মুছে ফেলবে (**মুসলিম, ইবনে হাম্বল**)।"

তাহলে পবিত্র কোরআনের পূর্নাঙ্গ সংকলন ও বিতরন শেষে খলিফা ওসমানের পরে আর এই নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে না। কিন্তু খলিফা ওসমানের অনেক পরে এবং আমীর মুয়াবিয়ার সময়ে কেন হাদিস লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল??

"আল মুতালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব থেকে বর্নিত, যায়িদ ইবনে তাবিত আমীর মুয়াবিয়ার দরবারে আসলে তিনি যায়িদকে একটি হাদিস র্বননা করতে বললেন। আমীর মুয়াবিয়া তার এক কর্মচারীকে উক্ত হাদিস লিখতে বললেন কিন্তু যায়িদ বললেন আল্লাহর রাসুল আমাদের আদেশ দিয়ে গেছেন যে, আমরা যেন তাঁর কোন হাদিস না লিখি। তাই আমীর মুয়াবিয়ার কর্মচারী উক্ত হাদিস মুছে ফেললো (**আবু দাউদ**)।"

হাদিস অনুসারীরা এ ব্যাপারে কি বলবে? বলবে কি এ ব্যাপারে চুপ থাকায় বাঞ্ছনীয়?! আসলে শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়?! আমি হাদিস অনুসারীদের বলব, ঘুম থেকে জাগুন, আর কত ঘুমাবেন?! মহান আল্লাহর দেওয়া ব্রেনটাকে একটু কাজে লাগান।

১২. মহান আল্লাহ আমাদের পবিত্র কোরআনে বহুবার স্বরন করিয়ে দিচ্ছেন মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তিনি ইতিপূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ কক্ষনও বলছেন না যে তাওরাত ও ইঞ্জিল এর সাথে নবী মুসা বা ঈসার হাদিসও মানবজাতির জন্য হেদায়াতের উৎস ছিল। যা আবারও অকাট্যভাবে প্রমান করে মহান আল্লাহর সর্বশেষ বানী কোরআন ছাড়া আমাদের জন্য আর অন্য কোন কিছুই হেদায়াতের উৎস হতে পারবে না। শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কেতাব তাওরাত দিয়ে ঈহুদিদের পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা বিচার ফায়সালা দিতেন, মুসা বা অন্য কোন নবীর হাদিস দিয়ে নয়।

"(৫ সূরা আল মায়েদাহ ৪৩-৪৪) তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহ্র নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনও বিশ্বাসী নয়। আমি তওরাত অবর্তীন করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।"

সুতরাং যারা হাদিস ও ফেকাহ্ দিয়ে বিচার ফায়সালা করে তারা কি মুসলমান?!

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর কেতাব ইঞ্জিলের ক্ষেত্রেও একই কথা।

"(৫ সূরা আল মায়েদাহ ৪৬-৪৭) আমি তাদের পেছনে মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববতী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করে পথ প্রদর্শন করে এবং এটি খোদাভীরুদের জন্যে হেদায়েত উপদেশ বানী। ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন। তদানুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী।"

সঠিক পথ পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ কোরআন নাজিলের পর ঈহুদী ও খৃস্টানদের স্বরন করিয়ে দিচ্ছেন তিনটি কেতাব, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন। নবী মুসা, ঈসা বা মুহাম্মদের হাদিস না।

"(৫ সূরা মায়েদাহ ৬৮) বলে দিনঃ হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (কোরআন) তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবর্তীণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।"

আবারও শুধু মহান আল্লাহর নাজিল করা কেতাব অনুসরনের তাকিদ, কোন নবীর হাদিশ নয়। যারা শুধু মহান আল্লাহর নাজিল করা কেতাব অনুসরনে ব্যর্থ হয় তারা মহান আল্লাহর ভাষায় গর্দভও।

"(৬২ সূরা জুমুআহ ৫) যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"

এত সব অকাট্ট দলিল দেখানোর পরও যারা সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে ঘুর্নায়মান তারা হয়ত বলতে পারে তাওরাত ও ইঞ্জিল নাজিলের পরে এখন এ নিয়মের পরিবির্তন ঘটেছে। এখন আমাদের পবিত্র কোরআন ছাড়াও নবী মুহাম্মদ বা খাজাবাবার হাদিস দরকার। মহান আল্লাহ এদের সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ সর্ম্পূন দূর করে এ ব্যাপারেও স্বরন করিয়ে দিচ্ছেন সুন্নাহ বলতে একমাত্র আল্লাহর সুন্নাহ আর আল্লাহর সুন্নাহ্তে (নিয়মে) কোনই পরিবর্তন নেই।

"(৩৩ সূরা আহযাব ৩৮) আল্লাহ্ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেন, তাতে তাঁর কোন বাধা নেই্ পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহ্র চিরাচরিত বিধান। আল্লাহ্র আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত।"

"(৩৩ সূরা আহযাব ৬২) যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি। আপনি আল্লাহ্র রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না।"

"(৩৫ সূরা ফাতির ৪৩) পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের কারণে। কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহ্‌র রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না।"

১৩. নবী মুহাম্মদ কোরআনের ব্যাখ্যা দাতা ছিলেন না বরং কোরআনের ব্যাখ্যা দাতাও স্বয়ং আল্লাহ, অর্থাৎ কোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করে।

"(৭৫ সূরা কিয়ামাহ ১৬-১৯) হে নবী ! এই ওহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেওয়ার জন্য তোমার জিহ্বা নাড়িও না উহা মুখস্থ করিয়া দেওয়া ও পড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব । কাজেই আমরা যখন উহা পড়তে থাকি, তখন তুমি উহার পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাক । অতঃপর উহার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়াও আমাদেরই দায়িত্ব ।"

১৪. তথাকথিত সহিহ হাদিসের তামাসা দেখুন!! শেষ নবী মুহাম্মদ তাঁর শেষ হজ্জের শেষ ভাষনে আসলে কি বলেছিলেন?!

(ক) *বলা হয়, রাসুল বিদায় হজ্জের ভাষনে বলেছিলেন দু'টি জিনিস তিনি আমাদের জন্য রেখে যাচ্ছেন আকড়ে থাকলে আমরা পথভ্রষ্ট হব না, পবিত্র কোরআন ও রাসুলের সুন্নাহ* **(হাদিসে মুয়াত্তা)**।

(খ) *দু'টি জিনিস রাসুল আমাদের জন্য রেখে যাচ্ছেন আকড়ে থাকলে আমরা পথভ্রষ্ট হব না, পবিত্র কোরআন ও রাসুলের পরিবার* (**মুসলিম, ইবনে হাম্বল**)।

(গ) *শুধুমাত্র একটি জিনিস রাসুল আমাদের জন্য রেখে যাচ্ছেন আকড়ে থাকলে আমরা পথভ্রষ্ট হব না, তা হল পবিত্র কোরআন* (**মুসলিম, ইবনে মাজা**)।

তাহলে বিদায় হজ্জের ভাষনে নবী মুহাম্মদ আসলে কি বলেছিলেন?!! তিন রকমের পরস্পরবিরোধী বক্তৃতা?! তাও আবার যে সমাবেশে কিনা কমপক্ষে এক লক্ষ সাহাবী উপস্থিত ছিলেন?!

নবী মুহাম্মদ একই দিনে একই বক্তৃতায় তিন ধরনের বিবৃতি দিয়েছিলেন তাই হাদিস সংকোলকরা বলতে চাই!? কল্পনা করা যায়?! একেই বলে শয়তানের ষড়যন্ত্র নিতান্তই দূর্বল (**৪ সূরা নিসা ৭৬**)।

১৫. পবিত্র কোরআন যেহেতু স্বয়ং মহান আল্লাহর বাণী এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য আলোক বর্তিকা, হেদায়াত ও রহমত তাই মহান আল্লাহ(সু.আ.তা.) নিজেই পবিত্র কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন যাতে শয়তান আমাদের ধোঁকা ও দিকভ্রান্ত করতে না পারে । মহান আল্লাহর কি অসীম অনুগ্রহ আমাদের প্রতি।

"(১৫ সূরা হিজর আয়াত ৯) এই কোরআন একে আমরাই নাযিল করেছি আর আমরা নিজেরাই এর সংরক্ষণকারী।"

"(৮৫ সূরা বুরুজ ২১—২২) এই কোরআন অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।"

মহান আল্লাহ হাদিস বা ফেকাহ্ শাস্ত্র সংরক্ষণের কোন ওয়াদা করেননি। তার কোন প্রয়োজনও নেই কারণ পবিত্র কোরআন পূর্ণাঙ্গ ও মহান আল্লাহর সন্তুস্টি অর্জন, দোজখের আগুন থেকে বাঁচা এবং বেহেশত প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর সুবিস্তারিত বিবরন। শয়তানের ষড়যন্ত্র খুবই দূর্বল এজন্য তথাকথিত সহীহ্ হাদিসসমুহেও পাওয়া যায় বহু আবর্জনা ও হাস্যকর বর্ণনা। যে কেতাবের কোন গ্যারান্টি নেই(হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্র) তা কি মানুষের ধর্মীয় ও জীবন যাপনের বিধান হতে পারে?

একমাত্র, শুধুমাত্র ও কেবলমাত্র কোরআন ছাড়া আর অন্য কোন কেতাব ধর্মীয় আইন হিসাবে মানা যাবে না এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন থেকে আরো অনেক অকাট্য দলিল পেশ করা সম্ভব তবে যাদের Brain ও Heart এখনও Frozen হয়ে যায়নি তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ্ এই আলোচনা ও

দলিলই যথেষ্ট। যারা খোলা মন-মগজ নিয়ে সত্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত নয় তাদেরকে হেদায়েতের বানী শুনিয়ে কিইবা লাভ হয়। পবিত্র কোরআন অনুযায়ী আমরাতো শুধু সর্তককারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র যা সমস্থ নবী-রাসুলদেরও কাজ ছিল। আর মানুষের জন্য বাদবাকি সমস্থ ব্যাপারের এখতিয়ার ও দায়দায়িত্ব এবং সেইসাথে হেদায়েতের মালিক হলেন শুধুমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

‘‘(১৪ সুরা ইবরাহিম আয়াত ১) হে রাসুল! এই কোরআন যা আমরা তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যেন তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে লোকদিগকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার হতে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে আস, সেই রব্ব এর পথে, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং নিজ সত্তায় প্রসংসিত ।‘‘

‘‘(৩ সূরা ইমরান আয়াত ৮৫) এক আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তার সেই পন্থা কক্ষনই কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ব্যঁথ ও ক্ষতিগ্রস্থ ।‘‘

‘‘(৩ সূরা ইমরান আয়াত ১০৪) আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা (মানুষকে) কল্যানের দিকে ডাকবে, ভাল ও সৎ কাজের র্নিদেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। যারাই এই কাজ করবে তারাই সাফল্যমন্ডিত হবে ।‘‘

‘‘(৩ সূরা ইমরান আয়াত ১৩৯) মন ভাঙ্গা হইও না, চিন্তা কর না ; তোমরাই বিজয়ী থাকবে যদি তোমরা ঈমানদার হও।‘‘

‘‘(৪০ সূরা মুমেন ৫১) নিশ্চয় জেনো, আমরা নবী-রাসুলগন ও ইমানদার লোকদের সাহায্য ও বিজয় এই দুনিয়ার জীবনে অবশ্যই করে থাকি আর সেই দিনও করবো, যেদিন সাঁক্ষী দন্ডাওমান হবে(হাসরের দিনে)।‘‘

”(৩ সূরা ইমরান ১৬-১৭) এই সব লোক তারাই (নিশ্চিত বেহেশতবাসী এব্ং মহান আল্লাহর সন্তুস্টিলাভকারী) যারা বলেঃ ‘‘হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি সুতরাং আমাদের গুনাহখাতা মাফ করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাচাঁন । এরা ধৈঁযশীল, সত্যপন্থী, বিনয়বনত, দানশীল এবং ভোর বেলা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী ।”

”(৩ সূরা ইমরান ১৮) আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”

“(২ সূরা বাক্বারাহ্ ১৩৬) তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপরও। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।”

“(৯৯ সূরা যিলযাল ৭-৮) “(কেয়ামতের দিনে)কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।”

”(৩ সূরা ইমরান আয়াত ৯১) নিশ্চিত জেনো যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং কাফিরী অবস্থায়ই প্রানত্যাগ করেছে, তাদের মধ্যে কেও যদি নিজেকে শাস্তি হতে বাচাঁবার জন্য গোটা পৃথিবী সমপরিমান র্স্বনও বিনিময় হিসাবে দান করে, তবে তাও কবুল করা হবে না । বস্তত এই সব লোকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি র্নিদিষ্ট হয়ে আছে এবং তারা কাকেও নিজেদের সাহায্যকারী হিসাবে পাবে না ।”

“(৩ সুরা ইমরান ১০৩) (হে ঈমানদারগণ) সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধারণ কর এবং দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ো না -------- ।”

‘‘(৩ সূরা ইমরান ১০৫) তোমরা যেন সেইসব লোকের মতো হয়ে যেওনা, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং স্পস্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ (বিধান) পাওয়ার পরও মতো-বিরোধে লিপ্ত রয়েছে । যারা এরুপ আচরন অবলম্বন করেছে, তারা সেই দিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।‘‘

‘‘(৩ সূরা ইমরান ১৩৩) (হে ঈমানদারগন) সেই পথে তীব্রগতিতে চল, যা তোমাদের রব-এর ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা সেই মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তত করা হয়েছে।‘‘

“(৪ সূরা নিসা ৪৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহ্র সাথে, সে এক মহাপাপ করল।”

“(৫ সূরা আল মায়েদাহ ৮) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। “

”(৮ সূরা আনফাল ২২) নিশ্চিতই আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না ।”

“(৯ সূরা তাওবা ১১১) আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত........।”

“(১০ সূরা ইউনুস ১০০) আর কারো ঈমান আনা হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্র অনুমতি হয়। পক্ষান্তরে তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন যারা জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে না তাদের উপর ।”

‘‘(১০ সূরা ইউনুস ৬২-৬৪) জেনে রাখ! তারা আল্লাহর বন্ধু যারা ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) ভাল ভাল কাজ করেছে, তাদের জন্য কোন ভয় ও কষ্টের কারন নেই। দুনিয়া ও পরকাল এই উভয় জীবনেই তাদের জন্য কেবল সুসংবাদ আর সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরিবর্তন নেই, এটাই মহা সাফল্য।‘‘

”(১০৯ সূরা কাফিরুন ৬) (কাফেরদের বলো), তোমাদের ধর্ম-কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম-কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।”

যে কোন ব্যাপারে কোন তথ্য বা অভিযোগ থাকলে লেখকের সাথে E-mail এ সরাসরী যোগাযোগ করুন। E-mail addresses হলঃ mdan_ra@yahoo.com ***অথবা*** *mdanisr@gmail.com.*

It is important to note that this booklet is for information and education purposes only. We never promote any hatred or violence against any group, religion or faith. Nonviolent hadith followers or anybody else also can be our good friends. More details can be read in: www.progressive-muslim.org/. Many thanks.